

কারমাইকেল কলেজে আপত্তিকর প্রচারপত্র বিতরণ : দুই শিবির কর্মী গ্রেফতার

রংপুর অফিস

আপত্তিকর প্রচারপত্র বিতরণ করে কারমাইকেল কলেজ পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত করার পায়তারা চলছে। এ অভিযোগে রংপুর ডিবি পুলিশ কলেজ ক্যাম্পাস থেকে সোমবার শিবিরের দুই কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত শিবির কর্মী আলমগীর ও মাসুদ রানা এ সময় একটি আপত্তিকর প্রচারপত্র বিতরণ করছিল। ওই প্রচারপত্রে কলেজ অধ্যক্ষ ও একজন সহকারী অধ্যাপকের নামে অশালীন বক্তব্য লেখা ছিল। এ ব্যাপারে থানায় হামলা দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৬ ফেব্রুয়ারি কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর বান্নারে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী কলেজ অধ্যক্ষসহ শিক্ষকের বাসায় হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগসহ ব্যাপক তাণ্ডবলীলা চালায়। সম্প্রতি সরকার ঘোষিত রংপুরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরোধিতা করে ওই হামলাকারীরা কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবি জানায়। অভিযোগ রয়েছে, কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ইসলামী ছাত্রশিবিরের একচ্ছত্র দখলদারিত্ব বজায় রাখার জন্য তারা ওই তাণ্ডব চাליয়েছিল। ঘটনার আগের রাতে মডার্ন মোড়ে একটি এনজিও অফিসে এবং দর্শনা মোড়ে শিবির নিয়ন্ত্রিত একটি ছাত্রাবাসে বসে হামলার ছক আঁকে শিবিরের সন্ত্রাসীরা। ঘটনার দিন কলেজের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক গণিত বিভাগের শিক্ষক ড. হাফিজুর রহমান সেলিমের বাসভবন ও কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. দীপকেন্দ্র নাথ দাসের বাসভবনে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। সরকারি সম্পত্তি ভাংচুর



রংপুর কারমাইকেল কলেজে লিফলেট বিতরণকালে গ্রেফতারকৃত দুই শিবির কর্মী

ও দ্রুত সাধন করায় এ সম্পর্কে কলেজ অধ্যক্ষ থানায় জিডি করেন। অভিযোগ রয়েছে, ওই ধংসাত্মক ঘটনায় জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা করে পুলিশ দায়সারা গোছের একটি তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করে ১৫ জন ছাত্রকে জেল হাজাতে পাঠিয়েছে। তারা এখন রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছে। পুলিশ যদিও দাবি করেছে ঘটনায় প্রকৃত জড়িতদের ভিডিও ফুটেজ দেখে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এই— সেদিন যারা ওই ঘটনায় জড়িত ছিল এবং যারা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে ছবি নষ্ট করে ফেলে তাদের পুলিশ মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। এরকম পরিস্থিতির মুখে আবারও আপত্তিকর প্রচারপত্র বিতরণ করে অবস্থার অবনতি ঘটানোর জন্য শিবিরের সন্ত্রাসীরা কাজ চালাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গ্রেফতারকৃত দু'জন ইসলামের ইতিহাস বিভাগের এমএ শেষ বর্ষের ছাত্র মাসুদ রানা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আলমগীর হোসেন।